০২-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবা হলেন অলৌকিক মুসাফির(যাত্রী), যিনি তোমাদের সুন্দর করে তৈরি করেন, তোমরা এমন যাত্রীকে স্মরণ করতে করতে ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাও

প্রশ্নঃ- প্রত্যেক গডলি স্টুডেন্টের সঙ্গম যুগে কোন্ পুরুষার্থ করার শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- গডলি স্টুডেন্টদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় যে এই সময়ে পবিত্র হয়ে রাজত্ব পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করো। প্রত্যেকে নিজের চিন্তা করো ও অন্যদের বলো যে বেহদের বাবার কাছে বর্সা নিতে হলে এই শেষ জন্মে পবিত্রতার রাখী বেঁধে নাও , এই মৃত্যু লোকে বৃদ্ধি করা বন্ধ কর । বাবার আপন হয়ে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হও। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী এই সময় ভাইসলেস হলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে ভাইসলেস হয়ে যাবে।

গান:- ও দূরের যাত্রী.....

ওমশান্তি। এই গানের রেকর্ড তো সবাই শুনছে দূরের যাত্রী আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। তোমরা জানো তিনি আমাদের মাতা-পিতা , তিনি হলেন সুদূরের নিবাসী। এই মাতা-পিতা কাছে বাস করেন। সব মানুষ ঐ সুদুরের যাত্রীকে স্মরণ করে। দূরের যাত্রী পরিস্তান স্থাপন করেন , যাকে স্বর্গ , হেভেন বলা হয়। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড বলা হয়। সেখানে কোনো দুঃখ নেই। যে সুদূরের যাত্রী -- এইভাবে কে আহবান করে ? যদি সবার মধ্যে পরমাত্মা আছেন তবে তো ডাকার প্রয়োজন নেই যে হে পরমাত্মা আসুন। এই কথা নিশ্চিত যে সবাই দূরের যাত্রী , সবাইকে যাত্রা করতে হবে সেখান থেকে এখানে আসার।বাস্তবে সব মানুষের আত্মারা হল পরম ধাম নিবাসী। এখানে এসেছে পার্ট করতে। অনেক দূরত্বের এই যাত্রা। কিন্তু আত্মা পৌঁছে যায় সেকেন্ডে। বিমান ইত্যাদিও এত কম সময়ে যাত্রা করেনা। আত্মা তো সেকেন্ডে সূক্ষ্ম বতন , মূল বতনের দিকে উড়ে যায়। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে বা উপর থেকে যে নতুন আত্মারা আসে , তাদের একই টাইম লাগে। নতুন আত্মারা তো আসতেই থাকে তাইনা। বৃদ্ধি হতেই থাকে । আত্মা যত তীব্র বেগে দৌড় দেয় সেরকম আর কেউ করতে পারেনা।

তোমরা জানো বাবাকেও যাত্রা করতে হয়। তিনি একবার এসেই সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভক্তরাও জানে ভগবান এসে আমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাবে। এখানে এসে মিলিত হবে, তাও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। গায়নও করে -- আমাদের পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করুন। আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। তোমরা জানো যে যারা ভালো ভাবে বাবাকে স্মরণ করবে তারা-ই কাছে আসবে। আশ্চর্য কিনা। তিনি-ই হলেন তোমাদের পিতা , সদগুরুও হলেন তিনি। নাহলে বাবাকে আলাদা , টিচারকে আলাদা করে স্মরণ করা হয়। সারা জীবন পিতা এবং শিক্ষক দুইজনই স্মৃতিতে থাকে। আজকাল ছোট বয়স থেকেই গুরুর কাছে দীক্ষিত করে দেওয়া হয় ফলে মাতা পিতা , টিচার , গুরু স্মরণে থাকে। তারপরে যখন নিজের রচনা রচিত হয় তখন নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরও স্মরণ থাকে। তখন মাতা পিতার স্মরণ কম হয়ে যায়। এখন তোমাদের স্মরণে রয়েছে, সেই একমাত্র যাত্রীর। আত্মা হল পবিত্র, যদি নতুন শরীর ধারণ করে তবে সেইটি হবে ফার্স্ট ক্লাস। পরমাত্মা বলেন আমি তো নতুন শরীর ধারণ করিনা। আমি আসি তোমাদের সুন্দর করে

তৈরি করতে । বৈকুণ্ঠে সবকিছু হয়ই সুন্দর। বাড়ি ঘর ইত্যাদি হীরে-জহরাত দিয়ে সাজানো থাকে। এই মুসাফির বা যাত্রী হলেন কত অলৌকিক ! কিন্তু তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও কারণ তোমাদের লড়াই হল মায়ার সঙ্গে। মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেয়না। বাবা বলেন তোমরা আমায় কেন স্মরণ করোনা ? তারা বলে বাবা কি করি পরবশ অর্থাৎ মায়ার বশে বশীভূত হয়েছি। আপনাকে ভুলে যাই তখন সেই খুশীর অনুভূতি থাকেনা। রাজার কাছে জন্ম হলে বাচ্চারা খুব খুশী হয়। কিন্তু দ্বাপরে রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও সুখ-দুঃখ থাকে। কেউ ক্রোধ করলে দুঃখ হয়। এমন নয় রাজার বংশে ক্রোধ করা হয়না। প্রিন্স প্রিন্সেস দের ক্রোধে বশীভূত হয়ে উল্টো কথা বলে দেয়। বাচ্চা যোগ্য না হলে সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে না । সন্তানদের মধ্যে বড়জন যোগ্য না হলে ছোটজনকে বসানো হয়।এখানে বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকো। বাচ্চারা আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে ভারতের রাজা করি। এই ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল অর্থাৎ দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। এই কথা শুধু তোমরাই জানো যে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ ব্রহ্মা দ্বারা।

তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফি জানো। বাকি কোনো মানুষ ওঁনার বায়োগ্রাফি জানেনা। আমরা গড ফাদার কেন বলি , সে কথাও জানেনা। কেন আহবান করে ? আমাদের বর্সা প্রদান করুন। কিন্তু সেসবের প্রাপ্তি হয় কিভাবে , সে কথা কেউ জানেনা। বর্সা তো বাবার কাছেই প্রাপ্ত হবে। বাবা হলেন যাত্রী। এই যে সবাই সুন্দর ছিল, তাদের মায়া কালো কড়ি তুল্য করেছে। যাত্রী ও সুন্দরী-র একটি কাহিনী আছে। এই যাত্রী কতজনকে সুন্দর করেন এবং কত উঁচু স্থান প্রদান করেন ! বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। আমরা বাবার আপন হয়েছি , উনি আমাদের ভগবান-ভগবতী করে দেন। বলেন তোমাদের আত্মা মলিন হয়েছে তাই শরীরও এইরকম প্রাপ্ত হয়েছে। এবারে আমায় স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হবে ফলে শরীরও নতুন প্রাপ্ত হবে। তোমরা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী মহারাজা-মহারানী ছিলে , এখন মায়া অপরিচ্ছন্ন করেছে। আমাকেও বিস্মৃত করিয়েছে। এও খেলা। এখন তোমরা জানো প্রত্যেক যাত্রীকে পরিস্তানের অথবা স্বর্গের মালিকে পরিণত করছেন। তাই ওঁনার মতানুযায়ী চলতে হবে। এমন নয় যে বাপদাদাকে বাচ্চাদের মতানুযায়ী চলতে হবে। না, বাচ্চাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। বাবাকে নিজের মতামত দেবেনা। ব্রহ্মার মত হল বিখ্যাত। তিনি হলেন জগৎ পিতা তো নিশ্চয়ই জগৎ মাতাও এমন হবেন। জগদম্বার মতানুসারে সকলের স্বর্গের মনস্কামনা পূরণ হয়। এমন নয় এই জগদম্বাকে কোনো মানুষের মতামত অনুযায়ী চলতে হবে। না। মানুষ তো জগদম্বা , জগৎপিতার মতামত জানেনা। তারা বলে ব্রহ্মা স্বয়ং নেমে এলেও তোমরা নিজেদের শোধরাবে না। জগদম্বার উদ্দেশ্যে কেন বলেনা ? মানুষ একেবারেই জানেনা যে এঁদের পূজো কেন করা হয় এবং এঁরা কারা ? এইসব এখন তোমরা জানো। দেখ , মাম্মা সবদিকে যান মতামত দিতে। একদিন গভর্নমেন্টও এই মাতা-পিতার বিষয়ে জানবে। কিন্তু শেষে তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। এইসময় রাজা-রানীর রাজত্ব তো নেই। দুনিয়া জানেনা এইসব কিছু ড্রামায় রিপিট হচ্ছে। প্রথমে আমরাও কি জানতাম যে আমরা হলাম এক্টর। শুধু কথায় বলা হত যে আত্মা অশরীরী এসে দেহ ধারণ করে পার্ট প্লে করে। কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের বিষয়ে কেউ জানেনা যে কে নম্বর ওয়ান পূজ্য আত্মা পূজারী হয়। কিছুই জানেনা।

এখন তোমরা জানো পরম ধামের এই যাত্রী খুবই অনুপম। ওঁনার মহিমা হল অপরম অপার । এটা তো হল পতিত দুনিয়া, যে পতিত থেকে পবিত্র হবে সে নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো স্বর্গে যাবেনা। রাজ যোগ পুরো দুনিয়া শিখবেনা। সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র হবে তার জন্যে সাফাই-

এর দরকার আছে। তারপরে তোমাদের পবিত্র দুনিয়ায় এসে রাজত্ব করতে হবে তাই সম্পূর্ণ দুনিয়ার সাফাই হয়। সত্যযুগে কত সাফাই ছিল ! সোনা রুপোর মহল থাকে। অথাহ সোনা থাকে। একটি কাহিনী শোনানো হয় -- সূক্ষ্ম বতনে অনেক সোনা দেখে , বলল -- একটু নিয়ে যাই কিন্তু এখানে কি আর আনতে পারে। এখন তোমরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বৈকুন্ঠের দর্শন করছ যা এখন স্থাপন হচ্ছে। রচয়িতা হলেন বাবা। তিনি হলেন মালিক । মালিক , নাথকে বলা হয়। যখন কেউ অনাথ হয় তখন বলা হয় এর কোনো নাথ নেই। নাথ না থাকলে লড়াই ঝগড়া করে।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা পরম ধাম থেকে এসেছি , আমরা হলাম দুরদেশী। এখানে শুধু পার্ট করতে এসেছি। বাবাকে অবশ্যই আসতে হয়। এখন আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করছি। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম গড ফাদারলি স্টুডেন্ট। ইনি-ও শুনছেন। যেমন ইনি পবিত্র হয়ে রাজত্ব পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করেন তেমনই তোমরাও করছ। সবাই আহবান কর -- হে দূরের যাত্রী এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করুন, সুখধাম নিয়ে চলুন। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ। সেটা হল ভাইসলেস (পবিত্র) দুনিয়া, সেই দুনিয়াই এখন ভাইসেস (পাপের দুনিয়া) দুনিয়া হয়েছে। ভাইসলেস দুনিয়ায় সবাই ভাইসলেস থাকে। এখানে সবাই হল বিকারী , নাম হল দুঃখ ধাম, নরক। বাবা এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন , বাচ্চারা তোমাদের পুনঃ রাজ্য ভাগ্য প্রদান করা -- এই হল বাবার কর্তব্য। ওঁনাকে বলা হয় দূরের যাত্রী। আত্মা ওঁনাকেই স্মরণ করে -- হে পরম পিতা পরমাত্মা। জানে যে আমরাও সেখানে পরমধামে পরম পিতার কাছে বাস করি। এই কথা বাবা বুঝিয়েছেন আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন পতিত হয়েছি। আহবান করে - ও দূরের যাত্রী আসুন । আমরা তমো প্রধান পতিত হয়েছি , আপনি এসে আমাকে সতো প্রধান করুন। তমো প্রধান থেকে সতো প্রধান হই , আবার সতো প্রধান থেকে তমো প্রধান হব। উনি দূরের মুসাফির এসে এনার দ্বারা তোমাদের পড়াচ্ছেন -- মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে। সুতরাং পুরুষার্থ করা উচিত তাইনা। বাবা এসে প্রবৃত্তি মার্গ দেন এবং বলেন এই একটি শেষ জন্মে পবিত্র হও তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই পবিত্রতার উপরেই ঝগড়া হয়। অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। বাচ্চারা তোমাদের এবং শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। এখন সবারই হয়েছে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। বাবাকে জানেনা , ওঁনার বিপরীতে স্থিত। বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বলে দিলে তো কোনো প্রীত থাকেনা।

এখন তোমরা বাচ্চারা বল আমরা সব কিছু থেকে প্রীত বা টান সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত করি তো ওঁনার কাছে বর্সা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করব। বাবা বলেন যদিও গৃহস্থে থাকো কিন্তু যদি পরিস্তানের পরী হতে চাও তবে ভাইসলেস হও। নাহলে সেখানে জন্ম নেবে কিভাবে? এইটি হল ভাইসেস ওয়ার্ল্ড, নরক। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড স্বর্গকে বলা হয়। সৃষ্টি তো একটিই থাকে শুধু নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হয়। এখন বাবা এসেছেন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে তো নিশ্চয়ই ওঁনার মতানুযায়ী চলতে হবে। শ্রীমৎ গায়ন করা আছে। ভগবান বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের এমন ভগবতী-ভগবানে পরিণত করি। বাস্তবে তোমরা দেবী দেবতাদের ভগবতী-ভগবান বলতে পারোনা , এই সূক্ষ্ম বতন বাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয় , ভগবান নয়। সবচেয়ে উঁচু হল মূল বতন , সেকেন্ড নম্বরে হল সূক্ষ্ম বতন। এই স্থূল বতন হল থার্ড নম্বরে। এখানকার নিবাসীদের ভগবান বলবে কিভাবে ? পাপময় দুনিয়াকে পাপমুক্ত দুনিয়ায় পরিণত করেন একজনই। এবারে যে যত পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা জানে যে

মাতা-পিতা , জগদম্বা, জগৎপিতা গিয়ে সর্বপ্রথম মহারাজা-মহারানী হবেন। এখন তো তাঁরাও পড়ছেন। পড়াচ্ছেন শিববাবা। স্মরণও ওঁনাকেই করতে হবে।তোমরা এখন ওঁনার কাছে বর্সা প্রাপ্ত কর। বাবা বলছেন এই শেষ জন্মে আমার মতামত অনুযায়ী ভাইসলেস হয়ে থাকলে ২১ জন্ম তোমরা ভাইসলেস থাকবে। পুরুষার্থ করার এই হল সঙ্গম যুগ। বাবা বলেন আমি এসেছি তাই তোমরা এই জন্মে আমার মতানুযায়ী চলে ভাইসলেস হও। প্রত্যেককে নিজের চিন্তা করতে হবে এবং যে আসবে তাকেও বলতে হবে বেহদের বাবার কাছে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) নিতে হলে পবিত্রতার রাখী বাঁধো। মৃত্যু লোকে বৃদ্ধি করবেনা। এখানেতো আদি -মধ্য-অন্ত দুঃখ আছে। অসুরী সম্প্রদায় । সত্যযুগে দেবী দেবতারা রাজত্ব করতেন। এখন নরকবাসী তাঁদেরই পূজো করে। তারা জানেনা আমরা-ই পবিত্র পূজ্য ছিলাম। এখন আমাদের আবার পূজারী থেকে পূজ্যে পরিণত হতে হবে। তোমরা কি চাও যে আমাদের যে সন্তান জন্ম নেবে তারা নরকবাসী হোক ? নরকে আর সন্তান জন্মের প্রয়োজন নেই। তারচেয়ে বরং স্বর্গে গিয়ে প্রিন্স জন্ম হবে। বাবার আপন হলে তোমরা যোগ্য হও। আজকাল বাচ্চারাও দুঃখ দেয়। বাচ্চা জন্ম হলে আনন্দ , মৃত্যু হলে দুঃখ। সত্যযুগে গর্ভেও মহল , বাইরে এসেও মহলে নিবাস। এখন বাবা তোমাদের নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করছেন।

আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। বাবার বাচ্চাও , উনি টিচার তখন স্টুডেন্টও। গুরু রূপ হলে সম্পূর্ণ ফলোয়ার্স । আমরা আত্মারা বাবার ফলোয়ার্স। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো। স্মরনের দ্বারা তোমরা পবিত্র হও। না হলে সাজা ভোগ করতে হয়। বাকি ব্যবসা ইত্যাদি তো করতে হবে , নাহলে সন্তান পালন করবে কিভাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সব দিক থেকে বুদ্ধির টান সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পবিত্র হয়ে পরীস্তানের পরী হতে হবে।

২) মাতা-পিতার শ্রেষ্ঠ মতে আমাদের চলতে হবে। দেহ-অভিমান বশতঃ তাদের নিজের মতামত দেবে না ।

বরদান :- সময়ের গুরুত্ব বুঝে ব্যর্থকে সমর্থে পরিবর্তনকারী নলেজফুল মহান আত্মা হও

ব্যাখা: ৬৩ জন্ম তো ব্যর্থ করেছ এখন সমর্থ হওয়ার এই একটি জন্ম ব্যর্থ নষ্ট কোরো না। কারণ সঙ্গম যুগের প্রতিটি সেকেন্ড পদ্মগুন আয় জমা করার সময়, এই সময়টি হল উপার্জন করার সীজনের যুগ তাই কখনও সমর্থকে ছেড়ে ব্যর্থের দিকে যাবেনা। নলেজফুল হয়ে যত নিজে সমর্থ হবে ততই অন্যদের সমর্থ করবে। এইভাবে সময়ের গুরুত্ব যে বুঝে নেয় সে স্বতঃই মহান হয়ে যায়।

স্লোগান – একমাত্র বাবার আদেশ অনুসারে চলতে থাকো তাহলেই সম্পূর্ণ বিশ্ব তোমার কাছে স্বতঃই সমর্পিত হবে।